প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬৩

প্রকাশক : দেবকুমার বসু অনুভব প্রকাশনী ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা ১৯,

মুদ্রাকর : হরিপদ পাত্র, সত্যনারায়ণ প্রেস ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : দিলীপ মুখোপাধ্যায়

দাম : দু টাকা

সূচিপত্র

পনেরোই আগস্টের বাংলাদেশ

একটা মানচিত্র আঁকার স্বপ্ন ছিল
আমার চোখে
একটা ভৌগোলিক পরিধি নির্ণয়ের গভীর আয়োজন

সম্পূর্ণ হবার সময় টের পেলাম :
হৃদয়ে উত্থান নেই
নদীময় প্রান্তরের ওপর ছত-করা দক্ষিণের হাওয়া
বিলাপ করছে রাত্রিদিন

চতুর্দিকে ছেঁড়াফুলের স্তূপাকার পাহাড়
ডানা-ভাঙা পাখির পালক
আর ডান পায়ের নিচে গৈরিক মাটি
সন্ন্যাসীর হৃদয় ছুঁয়ে ধুলো হয়

সীমান্ত বরাবর নির্মম উদাসীনতা
কাঁটাতারের বেড়ার ওপর একতারার ভাঙা-স্মৃতি
আছড়ে পড়ে
ভাটিয়ালির সময়
আমার ধ্যানের শরীর দুভাগ হয়ে যায়
আততায়ীর তরোয়ালে
ঝলমল করে রক্ত, গোধূলির সময় রক্তপাত
সারা শরীরে অকস্মাৎ ভাসানের বাজনা বেজে ওঠে
প্রতিটি পনেরোই আগস্ট
আমার ঠোঁটের ওপর
একটি শব্দই জেগে থাকে : বাং লা দে শ

সূর্যালোকময় বৃষ্টিপাতের সময়

সারা শরীরে চাবুকের দাগ, সূর্যালোকময় বৃষ্টিপাতের সময়
আমি চাবুক খেয়ে ছুটতে থাকি
গৃহস্থপাড়ার দিকে
সৎ ও সাধুর ছদ্মবেশে আমি আততায়ী

সারা শরীরে আর্তনাদ, জন্মের কান্না, বুকের ভেতরে
জাগরণের গান
তবু, শৃঙ্খলাহীন স্বাধীন উচ্ছ্বাসে
সারা পৃথিবী চুরমার হয়ে যায়
সূর্যালোকময় বৃষ্টিপাতের সময় আমি দিশেহারা

আরেক ক্রীতদাস

ভেঙেছি আজ হাতের বেড়ি শ্বেতপাথরের ওপর
দিলাম ছুঁড়ে পায়ের বাঁধন
কালো দীঘির জলে
শরীর জুড়ে কেবল নাচে তাম্র মাসের দুপুর
উৎস ভেবে জল ঢেলেছি
কঠিন উপকূলে
সিঁড়ির মুখে বন্দীরা গায় তীব্র শোকের গান

এই কি আমার শিকল ছেঁড়া? ভাঙা ইটের
দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হাঁ-করা মুখ গুহার কাছে, নিজের নামে নাম
খোদাই করে রেখেছিলাম
হাজার শিলাছবি
তবু আমায় ডাকে না কেউ মাটির গন্ধ মেখে

মুক্তি আমার কোথায় মুক্তি?
জুঁই শেফালির অরণ্যসংযমে?
সারা আকাশ ঘুমিয়ে থাকে মুক্ত-কেশরে
আলবাঁধা পথ হাঁটতে গেলেই
মনের ভেতর ভয়
অতর্কিতে ফিরে আসি
স্বয়ং শহরে
দেয়ালজোড়া আমার বার্তা, আমার পরাজয়

তবু আমি লিখে দিলাম :

শেষ হয়েছে কান্নাবাদের কাল

খোরাল ভেঙে নিলাম বাসা বটবৃক্ষের মূলে

বুকের ভেতর শিকল ঝন্‌ঝন্‌

আরেক ক্রীতদাস

মুখ ধুয়ে যায়, চোখ ধুয়ে যায়, টালাট্যাঙ্কের জলে

প্রকাণ্ড এক ঘড়ির ছায়ায় আমার বসবাস।

দুই অন্ধের গল্প

একজন অন্ধ আরেকজন অন্ধের খোঁজ করছিলো
একই পথে
হাজরা থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত
ঘুরপাক খেলো একশ বার

একজন অন্ধ আরেকজনের ছায়া স্পর্শ করলো   মাঝে মাঝে
একজন রাখলো আরেকজনের পায়ের ছাপে
পদধ্বনি
তবু কেউ কাউকে বুঝতে পারলো না   সারাদিন
খোঁজাখুঁজি করলো ভয়ঙ্কর অস্থিরতায়

প্রতিক্ষণই ট্রামের শব্দ হলো, পাখি ওড়ার
মানুষ চলাচল করছিলো ফুটপাত দিয়ে

তখন মনে পড়লো, এককালে অন্ধ ছিলো না তারা
দৃষ্টি ছিলো তাদের
আলো
চোখের মধ্যে

একজন ফিরে এলো, হাজরা থেকে রাসবিহারীর দিকে
আরেকজন
রাসবিহারী থেকে হাজরায়।
মাঝপথে একজনের ছায়া স্পর্শ করলো আরেকজন।

বহু মানুষের কোলাহলে মনে পড়লো মিছিলের মুখ
মনে পড়লো, পুরীর সমুদ্রগর্জন
এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে ওঠার কঠিন শপথ

তবু কেউ কাউকে চিনতে পারলো না   বহুক্ষণ
পাশাপাশি থেকেও

কী যেন নাম ছিলো তাদের ? অরুণ, বরুণ, দীপক, দিলীপ…
এমনি সব বিভিন্ন নামে ডাকতে…ডাকতে…
অবশেষে সঠিক নামটি মনে পড়লেও
বুঝতে পারলো না, এই ডাকাডাকির অর্থ কি ?
একই নামে তো থাকতে পারে অন্য কেউ !

তখন মনে পড়লো, কণ্ঠস্বরের উত্তাপ
যেন এমনটিই ছিলো উচ্চারণের ভঙ্গি
এবং আন্তরিকতার স্পর্শ

একজন অন্ধ আরেকজনের শরীর স্পর্শ করলো
পুনর্বার
চোখ মুখ এবং বুকের স্পন্দন

অনুভব করলো, এই তো সেই বর্ণাভলার দিন
কোলাহল করছে বুকের মধ্যে
এই তো সেই উদ্ধত নাক এবং বলিষ্ঠ বাহুর
শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্তের সঙ্গীত
এই তো সেই গর্জনমুখর স্তব্ধতা !

একজন অন্ধ আরেকজনের মুখোমুখি বসলো নিবিড় হয়ে
ডাইনে বাঁয়ে বহু মানুষের পদশব্দ··

অপরাধী

তুমি সর্বদাই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো
যৌবনের সঙ্গে মৃত্যুর উত্তাপ মেশাও
তুমি সর্বদাই পাখি হত্যার মামলা করো
ভাষণ দাও
দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে
দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো
চিত্রতারকার অসুস্থতায় সুখী হও

তুমি সর্বদাই
উজ্জ্বল রক্তের তিলক এঁকে দাও
কপালের ওপর
তুমি সর্বদাই…তুমি ! তুমি !

ছায়াবাজি : ঝড়ের সময়

অরণ্যময় উথালপাথাল গভীর শব্দ।
হু-হু করা গোপন হাওয়া, সারি সারি
ঝাউয়ের শাখা নাড়িয়ে দিয়ে অন্ধকারে
নিজেই ডাকে : এই দেখে যা ছায়াবাজি !

হঠাৎ কেমন ভয় ধরে যায় : কোথায় যাবো ?
    কোনদিকে পথ ? দুয়ার খোলা ?
একটি ছায়া আড়াল হলেই
    আরেক ছায়া জড়িয়ে ধরে
পাগলা-হাওয়া রক্তে নাচায় খুন খারাপি।

আর্তনাদে শরীর কাঁপে : পুলিশ ! পুলিশ !
'পুলিশ' শব্দে বুকের ভেতর শূন্যতাময়।
কে আসামী ? আসামী কই ? ধরতে গিয়ে
নিজের ছায়া জড়িয়ে ধরি ঝড়ের সময়।

প্রস্তুতি

সৈনিকের পোষাক বানাই আমি
বিদ্যুতের নক্সায়
দিনের অহঙ্কার এবং রাত্রির ঐশ্বর্য

আমার চতুর্দিকে পরিচিত মুখ, জনতার মিছিল
যাত্রার শেষ নেই
গৃহস্থপাড়ার মাঠে

শহীদবেদী তৈরী করে তাস্করের দল
সৈনিকেরা নির্মাণ করে পথ
নদীর ওপরে নতুন সেতু

যুদ্ধের দামামা বাজে গ্রামে গ্রামান্তরে

আমি পোষাকের পর পোষাক বানাই
গোলাপের উদ্যানে লঙমার্চের শব্দ হয়
কঠিনতম পায়ের শব্দ
মশালের আলোয়

মুখোশ

খেলার মাঠে তুমি হত্যার কৌশল শিখেছো
মাতৃহত্যার মহড়ায়
        বজবকের প্রদীপ চুরি করেছো
কোনোদিন নিজের মুখ দেখতে পাও না
        তাই
সমস্ত অসম্ভবের ওপর তোমার অনায়াস অধিকার
স্থাপন করো
        অজস্র রক্তপাতে
তোমার বত্রিশ হাত বত্রিশ রকমের কৌশল দেখায়

সীমান্তের ওপরে মধ্যরাত নৈশ গোলাপের কান্নায়
                                        নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে
তবু নিজের মুখ দেখতে পাও না তুমি
                                মুখোশ পরে আছো বলেই

জানলো না সে

জানলো না সে কেন তাকে খাঁচায় পোরা হলো
জানলো না সে কেন সে যে নির্বাসিত হলো
জানলো না সে মাঠের মধ্যে আততায়ীর বাস
ঘরের মধ্যে গুপ্তচরের বাসা

মাঝে মাঝেই ঘরের পাশে নদীর শব্দ হয়
মাঝে মাঝেই কারাগারের গরাদ কেঁপে ওঠে
মাঝে মাঝেই শঙ্খচিলের তীক্ষ্ণ শব্দ হয়

তথাপি সে জানলোও না খাঁচার ষড়যন্ত্র
তথাপি সে জানলোও না নির্বাসনের কারণ
জানলোও না…জানলোও না…জানলোও না…

ক্ষতমুখে

বাতিঘরের দরজা বন্ধ
মশাল জ্বালেনি কেউ অন্ধকারে
সরাইওয়ালা, দরজা খুলে দাও, জানলাগুলি
আমার ক্ষতমুখে জ্বলন্ত সূর্যের আলো খেলা করুক

আমার বাঁয়ে সূর্যাস্ত, ডাইনে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস
আমি অজ্ঞাতবাসের দিন গুনছি সরাইখানায়
রুপোলি চাবির খোঁজ করছি
সে যে কতোকাল……

সরাইওয়ালা, দরজা খুলে দাও, জানলাগুলি
আমার ক্ষতমুখে
জ্বলন্ত সূর্যের আলো খেলা করুক

সিন্ধুসারস

দ্রুতগামী স্রোতের মতো রাজপথের ওপর ধূসর গাড়ীগুলি
ক্ষীণপ্রাণ ঘাসের অঙ্কুরে পা রেখে
আমি দাঁড়িয়ে থাকি
কেউ আমাকে দেখতে পায় না
আমার পায়ের ভেতরে সিন্ধুসারসের পা

আমি শূন্য প্রতিধ্বনির মতো মাঝে মাঝে জ্বলে উঠি
আরণ্যক উন্মাদনায় আমার চোখের ভেতর জ্বলতে থাকে
শ্বাপদের নিঃশ্বাসের মতো উষ্ণ হাওয়ায়
সারা শহর কাঁপতে থাকে
কেউ আমাকে দেখতে পায় না
আমার চোখের ভেতরে সিন্ধুসারসের চোখ

আর গাড়ীগুলি পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকে
ড্রাইভারেরা কালোশিঙায় ফুঁ দিতে দিতে চলে যায়
প্রাণপণে ঝড়ের সঙ্কেত থামাতে গিয়ে সকলেই বধির হতে থাকে
আমার চোখের সামনে সারা শহর দুলতে থাকে
নৈশ স্টিমারের মতো

আমি জেটির ধারে দাঁড়িয়ে থাকি
কেউ আমাকে দেখতে পায় না
আমার নখের ভেতরে সিন্ধুসারসের নখ

আমার চতুর্দিকে বধিরতাময় অরণ্যগন্ধ
আমার চতুর্দিকে কুয়াশাময় বধিরতা
আমার সামনে পাগলা ঘোড়ার চলাচল

সৈনিকের পদধ্বনি
নৈশ জাহাজের বিভ্রম

ও পেছনে
পশ্চাদ্ ভূমির জটিলতা আর অন্ধকারের মধ্যে
আমি প্রখরভাবে জ্বলে উঠি

কেউ আমাকে দেখতে পায় না
আমার সারা শরীরে সিন্ধুসারসের আর্তনাদ

দুঃখের মধ্যেই তার

দুঃখের মধ্যেই তার প্রথম বলিষ্ঠ অঙ্গীকার
দুঃখের মধ্যেই তার স্বপ্নের দুর্ধর্ষ অভিযান
দুঃখের রাজ্যেই তার সঙ্কল্প ঘোষণা
দুঃখের পথেই তার বাঁচার সংগ্রাম

চারণের মতো সে-ই গেয়ে ওঠে
আগমনী সঙ্গীতের সুর
সৈনিকের দৃঢ়তায় পার হয় অরণ্য-গোধূলি
সীমান্ত আঁধার চলে
দুহাতে পোড়ায় সে-ই চৈতালী রাত্রির অন্ধকার
হৃদয় উন্মুক্ত করে বলে ওঠে : দীর্ঘতম এই সেই পথ
দুয়ার পেরিয়ে-যাওয়া প্রার্থিত শহরে

দুঃখই দর্পণ তার, সংগ্রাম নিয়ত চলাচলে

দুঃখের মধ্যেই তার যন্ত্রণা, সাহস, অভিযান
দুঃখের মধ্যেই ফোটে রক্তকরবী গোলাপের ফুল
দুঃখের মধ্যেই জাগে রক্তজবা ফুলের শরীর

দুঃখই জীবন তার, সংগ্রামের অন্য নামে নাম

বিশাল নৈঃশব্দে অস্থির

কলকব্জাদের বিশাল নৈঃশব্দ আমার বুকের ভেতর
অগ্নিকোণের বাসাবাড়ি লালে লাল
দরজা খুলতে ইচ্ছে হয়
ঘুমন্ত নেকড়ের গলায় কণ্ঠস্বর গোপন করে
আমি অস্থির হয়ে উঠি
জনতার গর্জন শুনলে দর্পণের সামনে দাড়াই
নিজের মুখ খুঁজতে থাকি
মিছিলের ভেতর

সমুদ্র চিৎকার করে হাওয়ায়
আমার উষ্ণ নিঃশ্বাস
এবং অগ্নিকোণের বাসাবাড়ি
কলকব্জাদের বিশাল নৈঃশব্দে অস্থির হয়ে আছে

কাউকে বলতে পারি না
গাঙ চিলের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয়
আলো জ্বালালেই অগ্ন্যুৎপাতের সংকেত
মেঘে মেঘে ডমরু বাজে
ঘূর্ণি হাওয়ায়
আমি দুয়ার খুলে দিই

এই বৈশাখে আমি ঝড়ের গান গাইবো।

অকাল-বোধন

জলন্ত ক্রোধ ও হাওয়ার ভেতরে আমাদের কণ্ঠস্বর
শোনা যাচ্ছিলো না
সেই মুহূর্তে আমাদের মন্ত্রোচ্চারণ
অসম্ভব স্বপ্নময়তার আবহে ধ্বনিহীন
নখের ওপরে নিস্তব্ধ প্রদীপের ছায়া
আর, চুলের ভেতরে সোনালি রাত্রির আভা
কেঁপে কেঁপে উঠছিলো
তরঙ্গের মতো

আমাদের চতুর্দিকে পাহাড়
আর পত্রময় বৃক্ষের আন্দোলন
ক্রমাগত বৃষ্টিপাতহীন ভীষণতার মধ্যে
সকলেই চিৎকার করছিলো
রক্তপাতের আশঙ্কায়
কেউ বালুকা উড়িয়ে চলে গেলো
কেউ নিশান তুলে হাওয়ার গতি বুঝে নিলো
কয়েকবার

তবু কেউ জানলো না নক্ষত্রপতনের সঙ্কেত
তবু কেউ বুঝলো না
ঝোড়ো সঙ্গীতের রমণীয়তার ইঙ্গিত
কারো মাথায় উড়লো না তীক্ষ্ণতর উষ্ণীষের চূড়ো
সময়ের অস্ত্রে সজ্জিত হলো না কেউ
দূর সমুদ্রে সাইক্লোনের সঙ্কেত ঝরে পড়লো
বৃষ্টি হয়ে

এখন আমাদের সামনে ঝড়োত্তীর্ণ সংশয়
পরদেশী মানুষের দল
ভাঙাঘরের চালা বদল করে
মধ্যরাতে
কেউ নিজের ঘর চিনতে পারে না
সকলেই নিশানের শালু ছিঁড়ে গায়ে জড়ায়
প্রবাসীবোধে বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়ে
ঝড়ের অর্থ ভাবতে ভাবতে

তরঙ্গশীর্ষে আমার ভবিষ্যৎ

গণেশ বসুকে

ক্যালেণ্ডারের পাতাটা উল্টে ফেলুন, আমি ঝড়ের ছবি দেখবো
মানচিত্রের চূড়োয় ঝোড়ো মেঘ
আর, বঙ্গোপসাগরে উথালপাথাল জাহাজের দৃশ্য

আমি পার হয়ে এসেছি, শৈশব কৈশোর
এবং রক্তাক্ত যৌবনের সন্ধিক্ষণ
আততায়ীর চোখ এড়িয়ে
আমার সামনে নদীর মতো বিক্ষুব্ধ ভবিষ্যৎ
তরঙ্গশীর্ষে ভাসমান
মিছিলের পর মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে আকাশ লাল করে

আপনি স্থিরতায় ডুব দিতে চাইলেও জেনে রাখুন
সময়ের বিশ্রাম নেই
সমস্ত অতীত বাসি-পাপড়ির মতো অর্থহীন

এখন ঝড়ের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে সময়
ঘণ্টামিনিটের বিপুল শব্দে

লক্ষ্য করুন, গতকাল আমি যেসব পাখির সঙ্গে
উদ্বোধন সঙ্গীতের মহড়া দিয়েছিলাম
তারা আজ ঝড়ের সংবাদ পেয়ে বাসা বদল করেছে
আমাকে একা ফেলে
যাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা ছিল না কোনোদিন
তাদের চোখে দেখছি আজ বন্ধুত্বের সঙ্কেত

মিছিলের পর মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিক্ষণ
দিগন্তের আকাশ লাল করে
আমার ভবিষ্যৎ এখন তরঙ্গশীর্ষে ভাসমান

দেয়াল-দর্পণ, জানুয়ারী ১৯৬৯

দেয়ালজোড়া প্রতিচ্ছবি, এই মুহূর্তে
সারা শহর আরশি হয়ে আছে।
অষ্টপ্রহর চোখের সামনে আলোর উজ্জ্বলতা।
চতুর্দিকে কেবল ছবি, সংলাপে পোস্টারে
অনাপোষী বুকের ভেতর ভবিষ্যতের ছায়া।

২

এই শীতেও সারা দুপুর পতাকা, ফেস্টুন
বুকের ভেতর ঘোষণাময় রৌদ্রমুখর কাল।
ঘরের দরজা খুলে দেবার কঠিন আয়োজন
চৌকাঠে পা দিলেই আলো, সুদীর্ঘ রাজপথ।

৩

ডাইনে বাঁয়ে পাখিওড়ার কেবল কোলাহল
দেয়াল ছুঁলেই আততায়ী আপনি মরে আসে।
চোখের ওপর চোখ রেখেছে সহোদরের চোখ
দিগন্তময় মুখের ছবি ঘনিষ্ঠ উত্তাপে।

পায়ের নিচে মাথার ওপর

পায়ের নিচে চাকার শব্দ, খুরের শব্দ
কখনো লাল কখনো শ্বেত ঘোড়ায় চড়া
চলছে আমার
সারাক্ষণই ছুটে চলা

মাথার ওপর সামিয়ানায়
কখন আলো, কখন ছায়া
রৌদ্রমেঘে বিরামবিহীন
ছুটে চলা

কখন সোজা, কখন বাঁকা, শব্দমুখর
সেতুর পরে সেতু ভেঙে
এগিয়ে যাওয়া

সামনে আমার অনন্ত পথ, ঘড়ির শব্দ
পেছন দিকে দেয়ালজোড়া ঘড়ির ছায়া
আমার শুধুই ছুটে চলা দেয়ালসহ
আমার শুধুই দেয়াল ভাঙা গতির বেগে

চতুর্দিকে ঘড়ির শব্দ   সামনে পিছে
পায়ের নিচে চাকার শব্দ, খুরের শব্দ

মিছিল

একটি দুটি করে সহস্র পায়ের ধ্বনি, মানুষের ছায়া
আর মাটির উত্তাপ
দর্পণের সামনে হেমন্তের নদী
ঝলমল করে ঘাসের ডগায়

তখন মায়ের অহংকারের মতো দুধ জমা হয় ধানের শীষে
সূর্য ফুটে ওঠে, রক্তজবার শরীরে সীমান্তের আর্তনাদ
ডাইনে গ্রাম, বাঁয়ে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ
মাঝখানে পথ
বাঁকফেরা নদীর মতো দূরযাত্রার সঙ্গী
বুকে স্বপ্নের জগৎ লাল হয়ে ওঠে
নিশানের আলোয়
ঘুম ভাঙে কালো মাটির

একটি দুটি করে হাজার মানুষ হেঁটে যায়
সমতলে
গ্রামান্তরের ঘুম ভাঙায় শহর গঞ্জের শ্রমিক,
নিবিড় আত্মীয়তায় উচ্চারণ করে : কমরেড,
চলো, অন্ধকারে মশাল জ্বালাই

হত্যাকাণ্ডের পর

বন্দুকের মুখ জ্বলে ওঠে, অতর্কিত চিৎকারের মতো
মুহূর্তের মধ্যে
তার শরীর লুটিয়ে পড়ে
রক্তাক্ত জ্যোৎস্নায়

সাতজন অশ্বারোহী
সাতবার অভিবাদন করে চলে যায়
সত্তর জন পদাতিক শোকের গান গায়
পাহাড়গুলি থেকে

বিদায়ের আগে
তার মুখের উপর ঘন হয়
নির্মেঘ আকাশ, শাদা আলো
তীব্রতম রক্তের সংকেত

আর
শাদা ধুলোয় সত্তর হাজার মানুষের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ

অলৌকিক শুভ্র অন্ধকারে

কয়েক সপ্তাহ ধরে কুয়াশায় ঢেকে-থাকা শুভ্র অন্ধকারে
ঘোড়ার পায়ের শব্দ, দীর্ঘশ্বাস, ধোঁয়াময় আলোর প্রবাহ

দুহাত দূরের দৃশ্য অলৌকিক কাঁচের ভেতরে !

কে জানে কোথায় পথ, কোন্‌দিকে ট্রামবাস, জনতা, মিছিল ?
কে জানে কোথায় সেই দীর্ঘতম ফুলের প্রান্তর ?
সম্মুখ-পেছন বন্ধ, জনহীন রাস্তাঘাট, অদৃশ্য দেয়ালে
কয়েকটি পাগল শুধু
দূরতম সম্পর্কের ইতিবৃত্ত লেখে।

২

অবশ্য এসবই শূন্য, আপাতত, কেবল সঙ্কেত—
কিছুটা দৃশ্যের মতো, কিছুটা শব্দের মতো
মন্দিরের অথবা গীর্জার।
দুহাত বাড়ালে শূন্যে পাতা ঝরে, ঝরঝর সোনালি পাতায়
গভীর গোপন ধ্বনি
ছুঁয়ে যায়, ঝরে পড়ে, রক্তের গভীরে।

এবং শিশুর দল খেলা করে স্মৃতির মতন।

৩

তখন ট্রামের রাস্তা স্পষ্ট হয়,
এবং বাসের।

দুচোখ সম্পূর্ণ খুললে দেখা যায়
পাদানিতে ঝুলন্ত মানুষ।

অফিসে ক্রমশ ভীড়, জানলায় চেনা চেনা চোখ

দোলনা পার্কে বুড়োবুড়ি বালকের দল

৪

মুখোস ছাড়াতে গিয়ে সকলেই চমকে ওঠে
দর্পণে দাঁড়িয়ে

প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে

প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে নির্বাসনের আদেশ পেলাম :
অজ্ঞাতবাস, দশটি বছর, ঘুমের মধ্যে জেগে থাকার।
রৌদ্রবৃষ্টি আড়াল করে
সারা উঠোন ঢাকতে হলো
দরজা বন্ধ, আদেশ হলো : চোখ বোজ হে, জানলা বন্ধ

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকি নিজের নামটি ভাবতে ভাবতে

ভাবতে থাকি সারাটা দিন, সারাটা দিন বুকের মধ্যে
কেবল যেন শব্দ ওঠে, দুয়ার ভাঙার
জানলা ভাঙার
এই মুহূর্তে সাহস বাড়ে, প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলার

ভাবতে ভাবতে জানলা খুলি : সকাল বেলা
ভাবতে ভাবতে দুয়ারটাকে ভেঙেই ফেলি
জানলা-দরজা খুলে দিলে
আগের আলো

সেপাইশান্ত্রী চেঁচিয়ে ওঠে প্রতিবাদে

সোনালি ঈগল

আমার স্বভাবে কিছু ছায়া আছে
পূর্বপুরুষের—
আমার ইচ্ছায় কিছু অলৌকিক হবার নির্দেশ।
কে যেন গম্ভীরে ডাকে, 'অর্জুন' 'অর্জুন' নাম ধরে।
আমার রক্তের মধ্যে
ডানা ঝাড়ে সোনালি ঈগল

আটত্রিশ বছর ধরে শুনেছি নদীর কলধ্বনি।
নিইনি গাণ্ডীব হাতে
নখ বাড়ে নখের ভেতর।
সময়ের বুক চিরে
কখনো দেখিনি আমি ক্ষতচিহ্নগুলি।
দেখেছি, কেবল বসে আজীবন যৌবন, কৈশোর।

পুনরায় ফিরে পাওয়া, পাড়-ভাঙা, আদিম স্বভাবে
আমার রক্তের মধ্যে সোনালি ঈগল ডানা ঝাড়ে।

দেয়াল ঘেরা ঘরে

ঘরের পাশে বৌদ্ধপত্তন, ঘরের মধ্যে
নকল শহর গড়ে
রেখেছি তার বাসিন্দাদের দেয়ালজোড়া ছবি।
কেউ বা হাসে কেউ বা কাঁদে
স্বয়ংক্রিয় ফাঁদে।
বন্দী পাখি স্বপ্ন দেখে খাঁচার ভেতর বসে।

সময় সময় ঘণ্টা বাজে, ফায়ারব্রিগেড
স্বেচ্ছাসেবকেরা
পথের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকে আমারই নাম ধরে :
'দরজা খোলো, আগুন! আগুন!
বুকের দিকে আগুন ধাবমান।'
তখন আমার যুদ্ধ শুরু দেয়াল ঘেরা ঘরে।

দরজা জ্বলে, দেয়াল জ্বলে, আরশি আগুনময়।
তবু কেমন স্বপ্ন আমার, স্বপ্ন দেখার মোহ।
বাইরে তখন দাঁড়িয়ে থাকে স্বেচ্ছাসেবকেরা
বন্দী পাখি প্রতিচ্ছবি পোড়ায় প্রতিবাদে।

দিন রাত্রির সীমান্ত পেরিয়ে

একেকটি রাত বৃক্ষের কোটরে বাসা বাঁধে
একেকটি দিন শেকড়ের দিকে আলো হয়
পর্দার ওপরে সূর্য উঠলে
শিরায় শিরায় রৌদ্র জ্বলে

কালো বোতলের ছিপি খুলে বেরিয়ে পড়ে রক্ত গোলাপ

তখন প্রার্থনার ভাষা মনে পড়ে না আমার
করুণ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গীত
চোখে পড়ে না
ঢেউ খেলানো শূন্য চেয়ারের ওঠানামা
ডাইনে বাঁয়ে পেশীময় মুক্তির উল্লাস খেলা করে
স্বপ্ন ভঙ্গের পর
আমার হৃদয়ের মাঝামাঝি
কাচের দেয়াল ভেদ করে সমতলের নদী

তখন লজ্জা হয় আমার
অসময়ে ভাসানের গান গাওয়ার জন্যে
মুখের ওপর উজ্জ্বলতা স্থির হয়
খেলার মাঠে বেড়ে ওঠে শিশু-উদ্ভিদের শরীর
তখন দুঃখ হয় আমার
দুর্যোগের রাতে শৈশবের স্বপ্ন দেখিনি বলে

তখন রক্ত রৌপ্যময় আলোয় শাখা প্রশাখা
বিস্তৃত হয় নব অরণ্যে
বৃক্ষের ভেতরে সংহত হয় জন্ম মৃত্যুর আদিম রহস্য
কাল মহাকালের প্রাচীন বিন্দুতে
একেকটি বৃক্ষের মৃত্যু জলপ্লাবনের সৃষ্টি করে
দর্পণের পারা খসিয়ে দেয়

আর নতুন জনপদে মানুষের পদশব্দ শুনলেই
চমকে দেখি :
সামনে আমি, পেছনে আমি
ভূত-ভবিষ্যতে আমার রাজকীয় পদক্ষেপ
দিন রাত্রির সীমান্ত পেরিয়ে

অভিমন্যু

আমি তোরণ ভেঙে ঢুকে পড়ি অস্থিরতার ভেতর
চতুর্দিকে
রহস্যময় হাসপাতালের সিঁড়ি
এবং পাথুরে জটিলতার আলো
ভেদ করে অর্গ্যানের করুণ বিলাপ

উঁচু জানালায় বিষণ্ণ সঙ্গীতের সুর : জীবন হে, জীবন আমার
সূর্যালোকহীন অসুস্থতায়
যৌবন ও বার্ধক্যে বিশ্রাম নিচ্ছে নির্জনতা

আমি উন্মোচনের সময় জানিনে, নিষিদ্ধ পথচারী,
হায় জীবন
আমার অস্ফুট সংলাপে বিষাদ সমাহিত রেখে
আমি ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পাই
দূর পথের ধারে
পাখি ও বৃষ্টিপতনের সঙ্গীত

তবু জাগরণের সময় দেখি
শহর জুড়ে হাসপাতালের প্রাচীর

হায় জীবন! আমি প্রস্থানের কৌশল শিখিনি,
হাসপাতালের প্রাচীর ভাঙতে
মাথার ওপর শামিয়ানা ধোঁয়ায় ধূসর
জীবন হে, জীবন আমার! আমার কান্না
ধোঁয়ার সঙ্গে বিষাদ হয়ে মেশে।

দুই দিগন্তের মাঝামাঝি

আমার এক পা আগে, এক পা পিছে
মধ্যিখানে
    শতাব্দীর সিঁড়িগুলি

আমি প্রহরের পর প্রহর সিঁড়ি পেরোই
ঘড়ি হাতে
    পরমায়ুর হিসেব করি
চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিই রক্ত পলাশ

এক পা এগোলেই আলো
    আরেক পা থামালে অন্ধকার
জন্মের ঘণ্টা বাজে পূর্ব দিগন্তে

কব্জিতে ঘড়ির শব্দ হয়, ঘুমের ভেতরে
    স্বপ্নের সকাল
যুদ্ধের বাজনা বাজে সীমান্ত বরাবর

আমার এক পা আগে, এক পা পিছে
মধ্যিখানে পড়ে থাকে
    সিঁড়িগুলি

অশ্বারোহী

উন্মাদ ঘোড়ার পিঠে, সূর্যের আলোক পড়ে
তীব্রতম রৌদ্রের চাবুক
আমি একা দাঁড়াতে পারি না
রক্ত মেখে বৃক্ষের ছায়ায়
প্রতিক্ষণ খোঁজ করি : কোন্‌খানে কৃষ্ণ আততায়ী

বাঁ হাতে দর্পণ নিয়ে প্রতিবাদ
ডান হাতে তীক্ষ্ণতম অসির ঝলক
সহ্য হয় না আর কোনো বিশ্বাসহীনতা,
অজ্ঞাতবাসের মতো
গুপ্তচরী গোপন সংকেত

রক্ত মেখে দাঁড়াতে পারি না,
একা একা বৃক্ষের ছায়ায়
সূর্যাস্তবিহীন মাঠে
আমি এক রৌদ্রদগ্ধ ক্ষিপ্র অশ্বারোহী

বৃষ্টিপাত

আকাশ থেকে শাদা বৃষ্টি ঝরে পড়ে
জলপ্রপাতের ওপর
কারাগারের প্রাচীর বেয়ে

ফুটে ওঠে অদৃশ্য রক্তের দাগ
আততায়ীর চোখের ওপর
অলৌকিক শোকের চিহ্ন

আর পুরোনো বটের ছায়ায় খেলা করে
শিশুর দল
রাজপথের ওপর সেনাবাহিনীর মুখর সঙ্গীত

আকাশ ভেদ করে বৃষ্টি পড়ে
যুঁই ফুলের মতো শাদা বৃষ্টি
জলপ্রপাতের ওপর
কারাগারের প্রাচীর বেয়ে